সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ ১১তম সংখ্যা ❑ ফাল্গুন-১৪৩০, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ ❑ পৃষ্ঠা ৮

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ কর্মশালা ২০২৪ অনুষ্ঠিত ... ২

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায়... ৩

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন সংহতকরণ ... ৪

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চরাঞ্চলে ফসল ... ৫

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি (Reto Renggli) সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন করিন্নে পিগনানি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো: মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি (Reto Renggli)

বৈঠকে কৃষিখাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কৃষি গবেষণা জোরদার ও প্রযুক্তি বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কৃষিখাতে দুদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের আগ্রহ প্রকাশ এবং বাংলাদেশ থেকে আম, শাকসবজি, চা, পেয়ারা প্রভৃতি নেওয়ার জন্য সুইস রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সেজন্য, উৎপাদন বৃদ্ধির

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধিদল এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমিনিকো স্কালপেল্লির (Domenico Scalpelli) নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল,

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় ফসল: কৃষি সচিব

আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার

কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি জাতি গঠনের। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে কাজ করছেন তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

উঠান বৈঠকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কৃষি সমৃদ্ধির পথে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষিত যুবক কৃষি উদ্যোক্তা হয়েছেন। এসব উদ্যোক্তার কৃষি খামারে বিপুল পরিমাণ নারী-পুরুষ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যার ফলে দেশের সব জেলাতেই এখন মানুষের প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য হাতের নাগালেই পাওয়া যাচ্ছে। কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখনও বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকরা চাকুরীর পিছনে ছুটে চলছেন। কর্মসংস্থানের সংকুলান সীমিত আকারে হওয়ায় বেশির ভাগ যুবকরাই বেকারই থেকে যাচ্ছেন। কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে সফল করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ শেখ আজিজুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার আয়োজনে, কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘বিদ্যমান কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ (এআইসিসি) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ই-কৃষির বিস্তার’’ শীর্ষক কর্মসূচির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মনিরুল হক রোমেল এর সভাপতিত্বে কুমিল্লা লাকসাম উপজেলার এলাইচ এআইসিস ক্লাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, লাকসাম উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষিবিদ সৈয়দ শাহিনুর ইসলাম। সঞ্চালনা করেন, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা, আলী আহমেদ।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শেখ আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), ডিএই, কুমিল্লা

রাজশাহীতে মাটির অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ঢাকা এর মহাপরিচালক মোঃ জালাল উদ্দীন

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ কর্মশালা ২০২৪ অনুষ্ঠিত

আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেছেন জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

‘‘এখন মানুষ খাদ্য উৎপাদনের সাথে পুষ্টির চাহিদার কথাও চিন্তা করে। পূর্বের ন্যায় কৃষক যেমন মাঠে কাজ করছে তেমনি একই ছাদের নিচে বসে গবেষণা, চাষ এবং লাভক্ষতির হিসাব এসি রুমে বসে করতে পারবে’’। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১১ মার্চ ২০২৪ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রামে ‘‘মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের’’ আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন- জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

ড. মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন-ড. মোছা ঃ আখতার জাহান কাঁকন, প্রকল্প পরিচালক, মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প। তিনি বলেন বাংলাদেশে মাশরুম উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা কমিয়ে আনাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও জনাব সুজন চৌধুরী, উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয় অধিনস্ত জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন দপ্তরের জিও ও এনজিও সংস্থার কর্মকর্তাগণ, প্রকল্পের উপকার ভোগী কৃষক/কৃষাণী প্রতিনিধি, সংবাদিকসহ কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনাব সুলতানা রাজিয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা’র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

ঢাকা অঞ্চলে পার্চিং উৎসবের উদ্বোধন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোগে ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ১৮৪০টি ব্লকে কৃষকের বোরো ধানের জমিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মঙ্গলবার পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: আহসানুল বাসার নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। আর এই পাচিং পদ্ধতি ব্যবহারে একটি ফিঙ্গে পাখি ১টি মাজরা পোকার মথ খাওয়া মানে ২৫০-৩০০টি মাজরা পোকা খেয়ে ফেলা। কারণ ১টি মাজা পোকার মথ ফুটে ২৫০-৩০০টি কিরা হয় এবং এক সাথে ২৫০- ৩০০টি ধানের শীষে ক্ষতি করে। সাধারণত ১ বিঘা জমিতে পাতাবিহীন শাখা প্রশাখা যুক্ত ৪-৫টি ডাল ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে পুতে দিতে হয় ফিঙ্গে

পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: আহসানুল বাসার অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ঢাকা অঞ্চল

কৃষকের জমিতে ঢাকা অঞ্চলের পার্চিং উৎসবের উদ্বোধন করেন।

তিনি বক্তেব্য বলেন চলতি বোরো মৌসুমে ধানের ক্ষেতে মরা গাছের ডাল দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করে ক্ষেতের ক্ষতিকারক পোকা মাকড় নিধন পদ্ধতি পার্চিং। পাচিং ব্যবহার করে কৃষকদের উদ্ধকরণের জন্য পার্চিং উৎসবের আয়োজন। একটি মাজরা পোকা একসাথে গাদা করে পাখি বসার জন্য।

এসময় নারায়ণগঞ্জ জেলার উপপরিচালক জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, সোনারগাঁও উপজেলার কৃষি অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, একই দিনে ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন সকল জেলা, উপজেলায় একই সাথে এ পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেছেন কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারি, চট্টগ্রামের অডিটোরিয়ামে ০৬ মার্চ ২০২৪ অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ নাছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল, রাঙ্গামাটি। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আরশেদ আলী চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তেলজাতীয় ফসল সরিষা ও সূর্যমুখী চাষ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বরোপ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সূর্যমুখী ও সরিষার আবাদ করে। পারিবারিক চাহিদা পূরণসহ আমদানি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন উন্নত জাতের চাষাবাদ উৎসাহিত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষক-কৃষাণি, মিডিয়া প্রতিনিধি ও কৃষি তথ্য সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

রাজশাহীতে মাটির অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মো: আমিনুল ইসলাম, রাজশাহী

উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, রাজশাহীর সম্মেলন কক্ষে 'অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনার মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এর আয়োজনে দিনব্যাপী ১০ মার্চ ২০২৪, রোববার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর মহাপরিচালক মোঃ জালাল উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং এর পরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিসেস উইংয়ের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুর রউফ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপপরিচালক মোঃ মোজদার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আফম, মনজুরুল হক। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ নূরুল ইসলাম। সেমিনারে জেলা ও উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা কাজে জড়িত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, গণমাধ্যমকর্মী ও মাঠ পর্যায়ের কৃষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন সংহতকরণ এবং নৈতিকতা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাজিয়া শিরিন যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রালয়

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলন কক্ষে ৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন সংহতকরণ এবং নৈতিকতা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব নাজিয়া শিরিন। প্রশিক্ষণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নে শুদ্ধাচার এবং অনলাইনে শুদ্ধাচারের ডাটা এন্ট্রি পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাজিয়া শিরিন, যুগ্মসচিব কৃষি মন্ত্রালয় পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়। এছাড়া প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তবৃন্দ।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কাঁচা কাঁঠালের অপার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। পুষ্টিগুণে ভরপুর সেই কারণে এটি ফলের মধ্যে গুণের রাজা হিসেবে স্বীকৃত। কাঁঠালে আছে অধিক পরিমাণে আমিষ, শর্করা, বিভিন্ন ভিটামিন যা মানব দেহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁঠালে আছে সাপোনিল ফ্লেবোনয়েড এবং ট্যানিন এই ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে। যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে প্রায় সব এলাকায় কম বেশি কাঁঠাল উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, দেশে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ লাখ মেট্রিক টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত কাঁঠালের শতকরা ২৫ থেকে ৪৫ ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হয়। এ অপচয়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার উপরে। কাঁঠালকে কাঁচা থেকে ব্যবহার শুরু করলে বিরাট অপচয় রোধ করা সম্ভব।

ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বারি, গাজীপুর

রংপুরে জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত

'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে রংপুরে জাতীয় পাট দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়েছে। বুধবার ৬ মার্চ ২০২৪ রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং রংপুর পাট অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন পাট গবেষণা সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। পাটজাত পণ্য পরিবেশবান্ধব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পলিথিনের পরিবর্তে পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান ২৮২ ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরি হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে সরকারের ৯২ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পাট উৎপাদনে সরকার কৃষকদের প্রণোদনা দিচ্ছে। এ অঞ্চলের পাটের উচ্চমূল্য পেতে পাটের পচন প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে। পাট বীজের আমদানি নির্ভরতা কমাতে তিনি কৃষকদের পাটের বীজ উৎপাদনের আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক

রংপুরে জাতীয় পাট দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে উদযাপিত র‍্যালি

ইনস্টিটিউটের রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক সোলায়মান আলী। প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বলেন অনেকে পলিথিন ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পলিথিন পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই পলিথিন ব্যবহার রোধে ও রংপুর পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার আগে জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের হয় এবং বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। *মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর*

জলমগ্ন জমি ভাসমান কৃষির জন্য সম্ভাবনাময়-

জলমগ্ন জমি ভাসমান কৃষির জন্য সম্ভাবনাময়। এখানে বেড়ে ওঠা কচুরিপানাকে কাজে লাগিয়ে চাষের আওতায় আনা যায়। এসব স্থানে শাকসবজি, মসলাসহ অন্যান্য ফসল আবাদ করা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন বেড তৈরি আর প্রযুক্তির ব্যবহার। এর মাধ্যমে পতিত জায়গাগুলো চাষের আওতায় আসবে। পাশাপাশি কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনও হবে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে আসবে ইতিবাচক প্রভাব। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ভাসমান কৃষি সংশ্লিষ্ট কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ সফরে এক পথসভায় ভাসমান কৃষির প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

টাঙ্গাইল দেলদুয়ার কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব বিএম রাশেদুল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিদ্যমান কৃষি তথ্য ও যোগাযোগকেন্দ্র সমুহ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক কর্মসুচির আওতায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়া ইউনিয়নের হিঙ্গানগর চরপাড়া এআইসিসিতে এ বৈঠকের আয়োজনে করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা।

দেলদুয়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার সুফিয়া আক্তারের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য অফিসার প্রধান তথ্য অফিসার জনাব বিএম রাশেদুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কর্মসূচির পরিচালক কে জে ফেরদৌস, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার সাবরিনা আফরোজ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আটিয়া ইউনিয়নের উপসহকারি কৃষি অফিসার মাইনুল হাসান ও উজ্জল হোসেন খান প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন "কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। ই-কৃষি বিস্তারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে এআইসিসিগুলোকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে তথ্য বিস্তারের কাজ সহজ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বৈঠকে আগত অতিথিরা ডিজিটা-লাইজেশন, আধুনিক জাত, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় হিঙ্গানগর চরপাড়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যসহ ৫০ জন কৃষক-কৃষাণি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, একই দিনে সকালে একই কর্মসূচির অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হুগড়া ইউনিয়নের বেগুনটাল এলাকায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। *অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা*

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চরাঞ্চলে ফসল উৎপাদন

রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার চরগনাই চরে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মনজুরুল আলমসহ কৃষক-কৃষাণী

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর উদ্যোগে এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বারি রংপুর এর সহযোগিতায় দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চরাঞ্চলে ফসল উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার চরগনাই এ দিনব্যাপী মাঠ দিবস ও কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ডাচবাংলা ব্যংক এর সামাজিক নিরাপত্তা এর দায়বদ্ধতা থেকে উক্ত প্রকল্পের অর্থ সহায়তা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মনজুরুল আলম। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত প্রকল্পের কো-অডিনেটর ড. আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর সেচ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সুজি কুমার বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ রংপুর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আল আমিন হোসেন তালুকদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জান্নাতুল ফেরদৌস। *মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর*

পাবনাতে ২ দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (১ সংশোধিত) আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, পাবনার আয়োজনে পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হলরুমে পাবনা জেলার ৯টি উপজেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ১ম দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দিন আহম্মেদ। প্রধান অতিথি বলেন, বীজ হতে হবে মানসম্মত। সুস্থ-সবল রোগমুক্ত ও উচ্চ ফলনশীল ভাল বীজ না হলে কোন ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ হবে না। চাষিদের নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাবনা জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: জামাল উদ্দীন।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দিন আহম্মেদ অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বগুড়া অঞ্চল

মো: এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

কৃষির জন্য স্মার্ট টেকনোলজির মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন সম্ভব

অনুষ্ঠানে কৃষিকথার সর্বোচ্চ গ্রাহক দাতা হিসেবে কৃষি কর্মকর্তাগণকে সম্মাননাস্বরূপ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

কৃষিকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর করতে হলে আগে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি শিখিয়ে নিতে হবে। "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ও বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করতে পারলেই স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়ন সম্ভব"। কৃষি তথ্য সার্ভিস এর প্রশিক্ষণ হলে সেমিনারে অতিথিরা এ কথা বলেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়ে চট্টগ্রামের উদ্যেগে ''স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা'' শীর্ষক সেমিনার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: নাছির উদ্দিন। ড. সুরজিত সাহা রায়, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহ-াপরিচালক মুকুল চন্দ্র রায়। এসময় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহম্মদ সহিদ উল্যাহ।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, আমাদের কৃষির জন্য স্মার্ট টেকনোলজির মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন সম্ভব। যেখানে অল্প টাকায় কৃষকরা প্রবেশ করতে পারবে এবং পাবে সব তথ্য। এর জন্য এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করা উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

অনুষ্ঠান শেষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি কথার সর্বোচ্চ গ্রাহক দাতা হিসেবে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার উপপরিচালক; সীতাকুন্ড, হাটহাজরী, বাঁশখালী ও ছাগলনাইয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণকে সম্মাননা স্বরুপ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থারসমূহের প্রতিনিধিগণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ, মিডিয়াকর্মী ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির

প্রথম পাতার পর

ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই (Marie Masdupuy) ও বেলারুশের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী ইভগেনি শেস্তাকভ (Yvgeny Shestakov) পৃথক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে কৃষি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কৃষি গবেষণা জোরদার ও প্রযুক্তি বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ওয়েদার ইন্স্যুরেন্স চালু, খাদ্য অপচয় ও নষ্টের পরিমাণ কমাতে পোস্ট হার্ভেস্ট ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা এবং বিভিন্ন দেশে কর্মসূচিতে খাদ্য বিতরণের জন্য বাংলাদেশ থেকে খাদ্য কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী পোস্ট হার্ভেস্ট ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতা কামনা করেন। প্রতিনিধিদলে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সিমোন পার্চমেন্ট, সিনিয়র পার্টনারশিপ অ্যাডভাইজর মো: মোহসিন, হেড অব প্রোগ্রাম রিকার্ডো সুপ্লো, হেড অব সাপ্লাই চেইন ক্যাথরিন ক্লেয়ার কো উপস্থিত ছিলেন।

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমিনিকো স্কালপেল্লির (Domenico Scalpelli) নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক বৈঠকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই জানান, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্যাক্টের আওতায় বাংলাদেশে এক বিলিয়ন ইউরো আসবে। সেখান থেকে কৃষিখাতে সহায়তা মিলবে। এ ছাড়া, কৃষকদের জন্য স্মার্ট কার্ড তৈরিতে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

(১১ মার্চ ২০২৪, (সোমবার) প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় ফসল: কৃষি সচিব

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন বাংলাদেশের জমির অপ্রতুলতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান, সর্বোপরি দারিদ্র্যের বিমোচন বিষয় বিবেচনায় মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় ফসল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রোববার সন্ধ্যায় রংপুর আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক কর্মশালা রংপুর ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকার খামার বাড়ির মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন হার্টিকালচার উইং পরিচালক কে জে এম আব্দুল আউয়াল, প্রকল্প পরিচালক ডক্টর মোছা: আক্তার জাহান কাকন, রংপুর আঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অদিপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ ওবায়দুর রহমান। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো: রিয়াজুল ইসলাম, মাশরুম উদ্যোক্তা শফিউর হানান প্রমুখ।

কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

জলমগ্ন জমি ভাসমান কৃষির জন্য সম্ভাবনাময়

চতুর্থ পাতার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গোপালগঞ্জের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মহসীন হাওলাদার। বৈজ্ঞানিক বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলিমুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রফিকুল ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ

কর্মকর্তা মো. রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পটুয়াখালীর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়ার, বিন রফিক, টুঙ্গিপাড়ার বঙ্গবন্ধু কৃষিপদকপ্রাপ্ত কৃষক শক্তি কীর্ত্তনীয়া প্রমুখ। উদ্বুদ্ধকরণ সফরে কৃষি বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সিলেট অঞ্চলে ১৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট এর বাস্তবায়নে ফ্লাড রিকন্স্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ) এর সহযোগিতায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট এর প্রশিক্ষণ হলরুমে ০৯-১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অঞ্চলে ১৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তাদের ০৩ দিনব্যাপী ০৩ ব্যাচের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন- কৃষিবিদ মো. মতিউজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের আগ্রহী ফসল চাষি, জৈবসার উৎপাদনকারী, মিশ্র বাগান স্থাপন, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং সিলেট অঞ্চলের পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। *মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট*

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নাজিয়া শিরিন এর নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। (৭ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার)

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা ও ফসলি

শেষ পাতার পর

সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষি জমি সংরক্ষণের বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

মজুদদারি রোধে মনিটরিং জোরদারের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্য অবৈধভাবে মজুদ করে অসাধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রমজানসহ সারাবছর যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে তৎপর থাকতে হবে। এ বিষয় জেলাপ্রশাসকগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

কৃষি উৎপাদনের সাফল্য তুলে ধরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩৯১.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে ১১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন গম, ৬৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা ১১০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু ও ২২৫.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন শাক সবজি উৎপাদন হয়েছে। এ ছাড়া সরিষা উৎপাদন হয়েছে ১১.৬৩ লক্ষ মে. টন ও পেঁয়াজ ৩৪.৫৬ লক্ষ মে. টন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকেরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করতে হবে। বীজ থেকে চারা না গজালে বা অঙ্কুরোদগম না হলে, দায়ী ব্যক্তিদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আমরা খাদ্য অপচয় কমাতে পোস্ট হার্ভেস্ট ব্যবস্থাপনায় জোর দিচ্ছি। এক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড সহযোগিতা করতে পারে। সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি বাংলাদেশে 'শস্য বীমা' চালুর বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন (১২ মার্চ ২৪, মঙ্গলবার)।

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরির) প্রতিনিধিদল এবং এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউশন (আপারি) এর প্রতিনিধিদল পৃথক বৈঠক করেন। এ ছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আলি আল হামৌদি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ইরির হেলদিয়ার রাইস প্রগ্রামের প্রজেক্ট লিডার রাসেল রেইনকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে জিএমও গোল্ডেন রাইস জাত অবমুক্তির বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁরা জানান, ফিলিপাইনে গোল্ডেন রাইস চাষ হচ্ছে। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন

০৪ মার্চ ২০২৪। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা ও ফসলি জমি রক্ষায় জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা, ফসলি জমি রক্ষা এবং মজুদদারি রোধে জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। ০৪ মার্চ ২০২৪ সোমবার সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চলমান জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সেশনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল পতিত জমিকে আবাদের আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে চিনিকল, পাটকল, বস্ত্রকল, রেলপথ এর পতিত জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন অনাবাদি জমি আমরা খালি রাখতে চাই না। পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন উর্বর কৃষি জমি যাতে অধিগ্রহণ না করা হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া তিন ফসলি জমি কৃষি কাজের জন্য *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

বাংলাদেশ মসুর ডাল উৎপাদনে একধাপ এগিয়ে যাবে : কৃষি সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার বলেন সরকার কানাডার সরকারের সাথে মসুর ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। বর্তমানে প্রায় ৪০০টি লাইন নিয়ে ঈশ্বরদী এবং রাজশাহীতে কাজ করা হচ্ছে। এই পরীক্ষার ফলাফল যদি ভাল হয় তবে বাংলাদেশ মসুর ডাল উৎপাদনে একধাপ এগিয়ে যাবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর রাজশাহীতে ডালসহ বিভিন্ন ফসলের মাঠ পরিদর্শনকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এসব কথা বলেন।

মাঠ পরিদর্শনের সময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. দেবাশীষ সরকার ও কানাডিয়ান হাই কমিশনার Lilly Nicholls এবং কৃষি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

কানাডিয়ান হাই কমিশনার Lilly Nicholls পরীক্ষা প্লট দেখে তিনি খুব খুশি এবং কানাডা সরকার বাংলাদেশের সাথে ডাল নিয়ে কাজ করতে পেরেও বেশ আনন্দিত বলে মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ডালকে গরিবের আমিষ বলা হয়। আমাদের দেশে জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক দিয়ে মসুর ডাল ২য় স্থানে অবস্থান করলেও ব্যবহার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ১ম স্থান লাভ করেছে। মসুরের আধুনিক জাত কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক আবাদ হলে দেশে ডালের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। মসুর একদিকে একক ফসল এবং অন্যদিকে সাথী ও আন্তঃফসল হিসেবেও আমাদের কৃষকের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি আরো বলেন, মসুর চাষে জমির উর্বরতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

রাজশাহীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং কানাডিয়ান হাইকমিশনার মহোদয়ের মসুর ডালের মাঠ পরিদর্শন

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সদস্য, জনপ্রতিনিধি, কৃষক-কৃষাণী, কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ সহ প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০, ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd